ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 172 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ৫ ● সংখ্যা ৩২৮ ● কলকাতা ● ২০ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 135

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শক্তি দেওয়ার ক্রম পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর-এই নিশ্চিত ক্রমেই হলে তা বেশী প্রভাবশালী হবে। ঠিক এইভাবে মানুষের নিজের নিবাসস্থানের আশেপাশের চারদিক খোলা রাখা দরকার। যাতে চারদিক থেকে তার নিবাসে শক্তি মিলতে পারে। এই আধারের উপরই বাস্তুশাস্ত্র তৈরী হয়েছে। এই দিকগুলোর শক্তির জ্ঞান পশু ও পক্ষীরও আছে। **ক্রমশঃ**

মুর্শিদাবাদে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শুরু, নানা টোপে বাড়ছে ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রেজিনগর : মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও বেলডাঙা এলাকায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। শনিবারই আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে সকাল থেকেই মানুষ আসতে শুরু করেছেন। মানুষকে নিয়ে আসতে বিভিন্ন টোপ দেওয়া হয়েছে। এলাকায় যাতে কোনও অশান্তির সৃষ্টি না হয় তার জন্য পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট রয়েছে।ভিত্তিপ্রস্তর তৈরির জন্য মাথায় ইট বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবকরা। যেখানে ভিত্তিপ্রস্তর হবে, সেখানে সমস্ত কিছু প্রস্তুত করে রাখা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছে পুলিশ বাহিনীকে। রেজিনগরের ছেতিয়ানী ১২ নং জাতীয় সড়কের পাশেই মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু

এরপর ৩ পাতায়

জঙ্গলমহলে সাঁওতালি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাই, সংসদে সরব সাংসদ কালীপদ সরেন

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

অলচিকি হরফে পঠন-পাঠনকে শুধু পাঠ্যসূচির পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে পৌঁছে দিতে জঙ্গলমহলে একটি সাঁওতালি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার দাবি তুললেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সরেন। শুক্রবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি জানান, সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী দেশে অন্তত ১৭ লক্ষ মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সাতটি রাজ্যের সাঁওতালি ভাষাভাষী মানুষের সার্বিক শিক্ষাগত সুযোগ সুনিশ্চিত করতেই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন এখন সময়ের দাবি।সাংসদ কালীপদ সরেনের বক্তব্য, অলচিকি মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হলে সাঁওতালি ভাষা শুধু সংরক্ষিতই নয়, গবেষণা, চর্চা ও ভাষার আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণে আরও বিস্তৃত পথ খুলে যাবে। তাঁর দাবি, “রাজ্যের বহু স্কুল ও কলেজে অলচিকি পাঠ ইতিমধ্যেই চালু। এবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ সাঁওতালি ভাষায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাবে।”

সাংসদ আরও জানান, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে জঙ্গলমহলের সাঁওতালি ও আদিবাসী যুবসমাজের আর্থিক স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থান ও গবেষণার পরিসর বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। মাতৃভাষায় ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা তাঁদের সামাজিক পরিবর্তন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পথ সহজ করবে বলে মত তাঁর।

শুধু শিক্ষা নয়, ঝাড়গ্রামের দীর্ঘদিনের অবকাঠামোগত দাবিও এদিন সংসদে তুলে ধরেন সাংসদ। দূরপাল্লার ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ, লোকাল ট্রেন পরিষেবা বৃদ্ধি, পিচঢালা রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ—সব মিলিয়ে জঙ্গলমহলের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নেও কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানান তিনি। সাংসদের জোরালো অবস্থানকে কেন্দ্র করে জঙ্গলমহলে ফের উন্নয়ন ও ভাষিক অধিকারের প্রশ্নে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার ঝড়। অলচিকি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—সাঁওতালি ভাষা কি তবে আরও এক ধাপ এগোতে চলেছে? উত্তর এখন কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে।

সন্দেশখালি-ক্যানিং-ভাঙড় থেকে বেলডাঙায় বাড়ছে ভিড়, 'আবেগের টানে এসেছি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবার দিনভর গোটা রাজ্যের নজর থাকবে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়। হুমায়ুন কবীর দাবি করেছেন, বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সামিল হবেন হাজার হাজার মানুষ। সকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। রাতেই এলাকা পরিদর্শন করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক তথা তৃণমূল থেকে সদ্য সাসপেন্ড হওয়া হুমায়ুন।কেউ দেগঙ্গা থেকে। রাজনৈতিক পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলছেন, "আমরা কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নই। মসজিদ হচ্ছে বলেই শুধু এসেছি।" আবার কেউ রাজনৈতিক দলের কর্মী হওয়ার কথা স্বীকার করলেও, বলছেন, "এখানে এসেছি মুসলিম হিসেবে। মসজিদ হচ্ছে, তাই আবেগের টানে এসেছি।" কেউ গাড়ি ভর্তি ইট নিয়েহাজির হচ্ছেন, আবার যার আর্থিক ক্ষমতা তেমন নয়, তারা ২-৩টে ইট নিয়েও হাজির হচ্ছেন। NH-12-এর ঠিক পাশেই মসজিদ তৈরি করার কথা হুমায়ুনের। সেখানেই সকাল থেকে জমায়েত বাড়ছে। তবে তাঁরা চান, শুধু মসজিদ নয়, পাশাপাশি স্কুল-হাসপাতালও তৈরি হোক বেলডাঙায়।একে হাজির হচ্ছেন তাঁরা।

এরপর ৬ পাতায়

একদিনে ৯ হাজার কিমি রাস্তার উদ্বোধন! নবান্নের নির্দেশে প্রস্তুতি জেলাশাসকদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে পথশ্রী প্রকল্প নিয়ে বড় পরিকল্পনা রাজ্যের। একদিনেই রাজ্যে ৯ হাজার কিলোমিটারের বেশি গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধন হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে এই উদ্বোধন করা হবে। ইতিমধ্যেই জেলাশাসকদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।সেই নির্দেশ মতো প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন তাঁরা।জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে রাস্তা তৈরি করতে কত খরচ পড়ছে, কোথায় কত রাস্তা তৈরি হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয়েছে কিনা তা জানতে বোর্ড লাগাতে হবে। রাস্তার শুরুতে এবং শেষে বোর্ড লাগাতে হবে। জনসাধারণের জানার জন্য এটি প্রয়োজন। শনিবার নবান্নে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের পক্ষ থেকে গাইডলাইন দেওয়া হবে। গত ২২ নভেম্বর নবান্নে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেও উন্নয়নের প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উন্নয়নের কাজ জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ করার ডেটলাইনও দিয়েছিলেন। এদিন পথশ্রী প্রকল্পের কাজ একদিনে কতটা উদ্বোধন করা হবে, সেই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট দিনে ব্লকে ব্লকে জনপ্রতিনিধিদের হাজির থাকতে হবে। তাঁদের উপস্থিতিতেই উদ্বোধন হবে এই রাস্তার। কোথায় কোথায় রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তার জন্য হোর্ডিং, ফ্লেক্স লাগিয়ে প্রচার চালানোর কথা বলা হয়েছে। শনিবার জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠক সেরেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই জেলাশাসকদের একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে ৯ হাজার কিলোমিটারের বেশি গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধন করার কথা এই বৈঠকেই বলা হয়েছে। কোথায় কীভাবে হবে, তার প্রচার করার কথাও বলা হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

মুর্শিদাবাদে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শুরু, নানা টোপে বাড়ছে ভিড়

করেছিলেন সাসপেন্ড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নিয়ে যাতে কোনরকম আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হয় তার জন্য এলাকায় শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল।সকাল থেকে এলাকা জুড়ে চলছে পুলিশি নজরদারি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ হাজির হচ্ছেন এলাকায়। রাজ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলাম ধর্ম গুরুরা আসছেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক নামানো হয়েছে এলাকায়।

কোনওরকম অশান্তি যাতে না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে মোট ৩০০০ পুলিশ ফোর্স রাস্তায় নেমেছে। বেলডাঙা ও রেজিনগর থানাকে বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সচল রাখতে শনিবার সকাল থেকেই জেলার ট্রাফিক দফতরের অফিসাররা রাস্তায় নেমে পড়েছেন। রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, তার জন্য মোট ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। শুক্রবার দুপুর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিচ্ছে। শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে বাবরি মসজিদ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে দেশ-বিদেশ থেকে আসছেন অতিথিরা। তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্রবার হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পর জেলা প্রশাসন হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেছে। এদিকে টোপ হিসেবে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ৪০ হাজার অতিথিদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে শাহি বিরিয়ানি।

মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যে মঞ্চটি তৈরি হয়েছে, সেটি প্রায় দেড়শ ফুট লম্বা এবং ৮০ ফুট চওড়া। মঞ্চে ৪০০ জন অতিথি বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঞ্চটি তৈরি করতেই প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রেজিনগর এবং তার আশেপাশে এই অনুষ্ঠানের অতিথিদের বক্তব্য যাতে সর্বত্র পৌঁছে তার জন্য ৬০০০ মাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। থাকছে প্রায় একশোটি জেনারেটর।

তৃণমূল-বিজেপির তুমুল সংঘর্ষ মাথাভাঙায়, আহত ৬

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের আর মেরেকেটে কয়েক মাস বাকি। তার আগেই নতুন করে তপ্ত কোচবিহারের রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত মাথাভাঙা। শুক্রবার মাথাভাঙা-১ ব্লকের বৈরাগিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়াই সুয়াই এলাকায় দুই দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এলাকায় বিজেপির তরফ থেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল।আমাদের ৬ জন গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। ভোট এসেছে তাই এখন ভয় পেয়ে বিজেপি হামলা চালিয়েছে। আমরা এর জবাব সাংগঠনিকভাবেই দেব।" চুপ করে নেই বিজেপিও। বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলছেন, "তৃণমূলই আমাদের পথসভায় হামলা করেছে। আমরা মারামারিতে বিশ্বাসী নই। তৃণমূলের কেউ যদি জখম হয়ে থাকে তাহলে ওটা ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই হয়েছে। মানুষ আসলে তৃণমূলের নোংরা রাজনীতি বুঝে গিয়েছে সে কারণেই এখন পরিবর্তন চাইছে।"অন্যদিকে তৃণমূলের তরফ থেকেও একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। এরইমধ্যে দুই পক্ষের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬ জন আহত হন বলে জানা যায়। সকলের তৃণমূলের সমর্থক। যদিও পদ্ম শিবিরের কেউ আহত হয়েছেন কিনা তা আপাতভাবে জানা যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারাই আহতদের মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। তৃণমূলের

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

মোদির সফরের আগেই নদিয়ায় মমতা!

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এসআইআর প্রক্রিয়া শেষের পর নির্বাচন ঘোষণা করার কথা নির্বাচন কমিশনের। এই আবহে জেলায় জেলায় জনসভা শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার নদিয়ায় সভা করার কথা জননেত্রীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগেই নদিয়া সভা করতে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী।মতুয়াগড় বনগাঁ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় না পাওয়ার বার্তা দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের যে কোনও সমস্যায় সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। মালদহ, মুর্শিদাবাদেও অভয় বার্তা দিয়েছেন। নদিয়ার একাংশে মতুয়ারা অনেক সংখ্যায় রয়েছেন। কৃষ্ণনগরের একাংশ ও রানাঘাটের বেশ কয়েকটি বিধানসভায় ভোটের ফলাফলে মতুয়ারা অনেকক্ষেত্রেই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। এই আবহে নদিয়া থেকে কী বার্তা দেন সেই দিকে নজর সবার।তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শনিবার নদিয়ার জেলা সদরে গেলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারাও।

আগামী ১১ ডিসেম্বর নদিয়ার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে সভা করার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । এদিন কৃষ্ণনগরে সেই মাঠ পরিদর্শন করেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। মঞ্চস্থাপনা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ-সহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। আরও খবর, এই সভা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ যৌথ বৈঠকও করবে। এসআইআর আবহে মতুয়াগড় বনগাঁ থেকে জনসভা শুরু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বনগাঁর পর মুর্শিদাবাদ ও মালদহে জনসভা করেছেন তিনি। ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারেও জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। তার ঠিক দুই দিনের ব্যবধানে নদিয়া যাওয়ার কথা তাঁর।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠাশতম পর্ব)

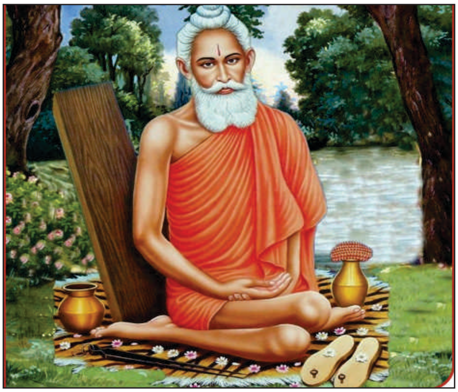

কোনোভাবেই অনুভব করি না। এর পরও কি তুমি বলবে ঈশ্বর নেই?'" এই ধরণের আধ্যাত্মিক বা মরমী অভিজ্ঞতাকে অবশ্য কোনো ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অনুভূতি পরিমাপ করার মত কোনো পদ্ধতিও মনে হয় আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই এই ধরণের অনুভূতির অভিজ্ঞতা কাউকে অন্য কোনোভাবে প্রদান করা সম্ভব কিনা তাও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ইন্ডিগোর পরিচালনগত সংকটের উপর মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ - যাত্রীদের ভাড়া ফেরত বিষয়ে সুরক্ষা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫

অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক ইন্ডিগোকে অবিলম্বে সমস্ত আটকে পড়া যাত্রীদের টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বাতিল বা ব্যাহত সমস্ত ফ্লাইটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ রবিবার রাত ৮:০০ টার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে হবে বলে মন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে। উড়ান বাতিলের ফলে ভ্রমণ পরিকল্পনা প্রভাবিত হওয়া যাত্রীদের জন্য কোনও পুনর্নির্ধারণ চার্জ আদায় না করতেও ঐ নির্দেশে বলা হয়েছে। মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে যে টাকা ফেরত প্রক্রিয়ায় কোনও বিলম্ব বা অ-সম্মতি থাকলে তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিশেষ যাত্রী সহায়তা এবং রিফান্ড সেল

অভিযোগের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে, ইন্ডিগোকে যাত্রী সহায়তা এবং ফেরত সুবিধা সেল স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সেলগুলিকে প্রভাবিত যাত্রীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করার এবং একাধিক ফলো-আপ ছাড়াই ফেরত এবং বিকল্প ভ্রমণ ব্যবস্থা প্রক্রিয়া করা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এবং শুক্ল বর্ণের চারিটি হাতে চক্র, ছুরিকা, দণ্ড এবং পরশু থাকে। সেইরূপ বামদিকে নীলবর্ণ চারিটি হাতে ঘণ্টা, পাত্র, খট্বাঙ্গ ও কপাল থাকে; চারটি রক্তবর্ণ হস্তে ধনু, পাশ, রত্ন এবং পদ্ম থাকে;

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুরুষ দিবস

(শেষ পর্ব)

ড.সোহিনী চক্রবর্তী

ওপর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে বড় করা সহজ কথা নয়।কিন্তু আদিত্যর অদম্য সিদ্ধান্ত দেখে সবার মন বদলাতে শুরু করল। আইনি লড়াই দীর্ঘ হল পুরো দেড় বছর।এই দেড় বছরের মাঝে তিনি কিন্তু অনাথাশ্রমে গিয়ে বিন্নিকে দেখতে ভুলতেন না,অফিস থেকে বেরিয়ে সরাসরি আদালত, সিভিল অফিস, কাউন্সেলিং সেন্টারে ছুটে যেতেন,শিশুটির স্বাস্থ্য ইতিহাস, থেরাপি রিপোর্ট, মেডিক্যাল প্রোগনোসিস—সব সংগ্রহ করলেন,Down Syndrome কেয়ার সম্পর্কে নিজেকে প্রশিক্ষিত করলেন, নিজের জীবনযাত্রা পাল্টে ফেললেন—নিয়মিত ঘুম, স্বাস্থ্যকর ডায়েট, সঞ্চয়—সবই একক অভিভাবকত্বের প্রস্তুতিতে। এমন সময় কিছু মানুষ তাঁকে উপহাস করেছিল—“ছেলে হয়ে বাচ্চা পালবে?”

“এত দায়িত্ব নেবে কেন?”

“নিজের জীবনের বারোটা বাজিয়ে দেবে।”

কিন্তু তিনি জানতেন—এ দায়িত্ব তাঁর কাছে বোঝা নয়—ঈশ্বরের দেওয়া সুযোগ। অবশেষে ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি—নতুন বছরের প্রথম দিনে—হল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত।আদিত্য তিওয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বিন্নিকে দত্তক পেলেন।বিন্নির নতুন নাম রাখা হলো—অবনিশ।একক পুরুষ হিসেবে Down Syndrome আক্রান্ত শিশুকে দত্তক নেওয়া—ভারতে এটি প্রথম দৃষ্টান্তগুলোর একটি।যে দেশে এখনো পিতৃত্বের সংজ্ঞা ‘মায়ের পর সহযোগী’ হিসেবে দেখা হয়, সেখানে আদিত্য জানালেন—পুরুষও পারেন—ভালোবাসতে, লড়তে, পরিবার গড়তে, সমাজ বদলাতে। অবনিশকে নিয়ে যখন প্রথম বাড়ি ফিরলেন, তখন তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ চিকিৎসার খরচ,নিয়মিত থেরাপি,মানসিক বিকাশের প্রশিক্ষণ,সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সমস্যা এবং সবচেয়ে কঠিন—বাবা হওয়ার অবিরাম পরীক্ষাতবে তিনি পিছিয়ে যাননি।রাত জেগে অবনিশকে ঘুম পাড়ানো থেকে শুরু করে তাকে নিজের হাতে খাওয়ানো, স্কুলে ভর্তি করা, স্পিচ থেরাপির ক্লাস করানো—সব করেন নিজের হাতে।একসময় তিনি তাঁর স্থায়ী চাকরিও ছেড়ে দেন—শুধু পূর্ণ সময় অবনিশের পাশে থাকার জন্য।পরবর্তীতে তিনি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে সচেতনতা, প্রশিক্ষণ, অভিভাবক কাউন্সেলিং এবং সামাজিক কাজ শুরু করেন। ভারত জুড়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যেখানে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা শোনান, বাবা-মায়েদের অনুপ্রাণিত করেন।

এই গল্প শুধু একটি শিশুকে দত্তক নেওয়ার গল্প নয়।এটি এক নতুন পুরুষত্বের পথ দেখায়—যে পুরুষ কোনও দম্ভ ছাড়াই ভালোবাসে, দায়িত্ব নেয় এবং সমাজের চোখে চোখ রেখে বলে—“মানবিক হওয়াই সবচেয়ে বড় পুরুষত্ব।”আজকের সমাজে পুরুষ মানেই শাসক, কঠিন, ঠান্ডা—এই ধারণা বদলাতে আদিত্যদের মতো মানুষরাই পথ দেখাচ্ছেন।পুরুষ দিবসের মূল কথা এটাই—শুধু পুরুষের অধিকার নয়,পুরুষের মানবিকতার গল্পও সামনে আনা।আদিত্য তিওয়ারি সেই গল্পের একটি উজ্জ্বল, জীবন্ত অধ্যায়। সমাজ আজও বলে—“মা-ই সন্তানকে বড় করে।”কিন্তু আদিত্য তিওয়ারির কাছে অবনিশের প্রথম শব্দ ছিল—“বাবা।”

(৪ পাতার পর)

ইন্ডিগোর পরিচালনগত সংকটের উপর মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ - যাত্রীদের ভাড়া ফেরত বিষয়ে সুরক্ষা

ফেরতের ব্যবস্থা সক্রিয় থাকবে।

লাগেজ হ্যান্ডলিং-এর নিশ্চয়তা

বাতিল বা বিলম্বের কারণে যাত্রীদের থেকে আলাদা করা সমস্ত লাগেজ আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে খুঁজে বের করে যাত্রীর আবাসিক বা পছন্দের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রক। বিমান সংস্থাগুলিকে ট্র্যাকিং এবং ডেলিভারির সময়সীমা সম্পর্কে যাত্রীদের সঙ্গে স্পষ্ট যোগাযোগ বজায় রাখতে এবং বর্তমান যাত্রী অধিকার বিধিমালার অধীনে প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বলা হয়েছে।

যাত্রীদের জন্য শূন্য-অসুবিধা নীতি

এই বিপর্যয়ের সময় যাত্রীদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করতে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক বিমান সংস্থা, বিমানবন্দর, নিরাপত্তা সংস্থা এবং সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে নিরন্তর সমন্বয় বজায় রেখেছে। প্রবীণ নাগরিক, দিব্যাঙ্গ যাত্রী, শিক্ষার্থী, রোগী এবং জরুরি ভ্রমণের প্রয়োজন এমন সকলের জন্য যথাযথ সুবিধা নিশ্চিত করতে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মন্ত্রক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পূর্ণভাবে পরিচালন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে তুলতে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

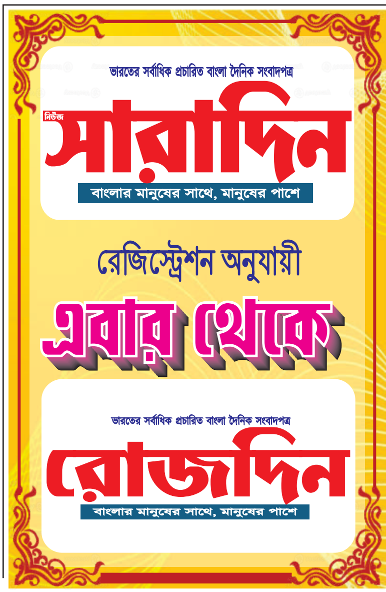

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

তৃণমূল কংগ্রেসকে শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন 'বিদ্রোহী' হুমায়ুন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যে করেই হোক তৃণমূল কংগ্রেসকে শিক্ষা দিতে হবে। রাজ্যের ২৯৪ টা আসনের মধ্যে ৯০ থেকে ৯২ টি আসনে মুসলিম প্রার্থীদের জয়ী করতে হবে। বিধানসভার ভেতর মুসলিমদের অধিকার বুঝে নিতে হবে। বাকি যে ২০২ থেকে ২০৪টি আসন থাকবে তা হিন্দুরা বুঝে নিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটা দেবে ।আর শুভেন্দু অধিকারীকে কটা দেওয়া হবে।৩ কাঠা জমির উপর যে বাবরি মসজিদ তৈরি হবে ।তার মধ্যে ২৫ বিঘা জমির উপর মসজিদ চত্বরেই তৈরি হবে হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়। এদিকে হুমায়ুন কবীরের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, সংখ্যালঘু কার্ড খেলছেন হুমায়ুন । তৃণমূলের দাবি সংখ্যালঘু প্রার্থীর বিষয় মিথ্যে তথ্য দিচ্ছেন হুমায়ুন। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ও ৪০০ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার নজরদারিতে বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়।RAF থেকে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী, ট্রাফিক দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে হুমায়ুন কবীরের দেশ-বিদেশ থেকে আগত ধর্মগুরুদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। যানজটে আটকে থাকা মুর্শিদাবাদবাসী শনিবার কুড়ি মিনিটের রাস্তা পেরোতে তিন ঘন্টা সময় ব্যয় করলেন। একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স এর ভেতরে থাকার রোগীকে নিয়ে হুটার বাজিয়ে ক্লান্ত হলেন চালকরা । যানজট সামলাতে কালঘাম ছুটল পুলিশের।বাবরি মসজিদকে সংখ্যালঘুদের মনের আবেগে এনে ওয়াকফ আইন তৃণমূল কংগ্রেস মেনে নেওয়ায় মুসলিমদের ক্ষোভকে বারুদের সলতে পাকিয়ে সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে যা টাকা দিল বাবরি মসজিদ করতে তাঁর গায়ে থাকা জ্যাকেটের পকেটে ঢোকালেন হুমায়ুন কবীর। সোমবার বিধানসভায় গিয়ে তৃণমূল বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার আগেই

শনিবার মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুসলমানদের সামনে রেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন হুমায়ুন কবীর ।আমরা আমাদের অধিকার বুঝে নেব ।সংখ্যালঘুরা বিরোধী আসনে বসে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বাকিটা বুঝে নেবে বিধানসভায়। শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এই বার্তা দিলেন সাসপেন্ড হওয়া ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। গুরুত্বপূর্ণ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরুদ্ধ করে ফেলে অ্যাম্বুলেন্স থেকে সাধারণ মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে রেখে মুর্শিদাবাদের পুলিশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে ধর্মীয় সভা করলেন হুমায়ুন। এই সভাকে ঘিরে সকাল থেকে ছিল তিন হাজার পুলিশ ফোর্স রাস্তায়। ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন পয়েন্টে।

(২ পাতার পর)

সন্দেশখালি-ক্যানিং-ভাঙড় থেকে বেলডাঙায় বাড়ছে ভিড়, 'আবেগের টানে এসেছি

একদিকে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে আর পাশেই তৈরি হবে মঞ্চ, সেখানে উপস্থিত থাকবেন মউলানারা। দু'দিকই একেবারে প্রস্তত।

রাতেই হুমায়ুনের সঙ্গে বৈঠক করেছে পুলিশ। নিরাপত্তার দিক নিশ্চিত করছে পুলিশ প্রশাসন। আর ভোর হতে দেখা গেল, অনেকেই ইট মাথায় করে নিয়ে হাজির হচ্ছেন। তাঁরা চান, তাঁদের দেওয়া ইটেই গাঁথা হোক বেলডাঙার বাবরি মসজিদ। প্রশ্ন করে জানা গেল, কেউ গিয়েছেন ক্যানিং থেকে, কেউ সন্দেশখালি থেকে, কেউ ভাঙড়, কেউ ইটাহার, কেউ সুন্দরবন, কেউ বিষ্ণুপুর.।

রাস্তার দাবি পূরণ

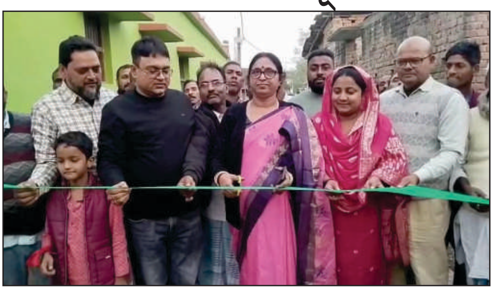

পার্থ ঝা,মানিকচক

স্থানীয়দের দাবি পূরণ ।বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্রের অনুপ্রেনায়। ভোট প্রচারে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন মালদা জেলা পরিষদ সদস্যা কবিতা মন্ডল ।মালদার মানিকচকের নুরপুর অঞ্চলের বরমপুর এলাকার বরমপুর মসজিদ থেকে সেলিমের বাড়ি পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হবে বলে খবর ।আজ রাস্তার কাজের সূচনা করা হয় উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদ সদস্যা কবিতা মন্ডল,ফিয়াজ খান,সেখ রাজু,মুখেলেশুর রহমান সহ অনান্যরা। জানা গেছে, মালদা জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ বর্ষের প্রায় কুড়ি লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হবে।এই রাস্তা নির্মাণের ফলে উপকৃত হবে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ।এবিষয়ে মালদা জেলা পরিষদ সদস্যা কবিতা মন্ডল জানান,এই রাস্তা দিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হত স্থানীয় বাসিন্দাদের।ভোট প্রচারে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলাম ।আজ সেই রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলাম।

(২ পাতার পর)

তৃণমূল-বিজেপির তুমুল সংঘর্ষ মাথাভাঙায়, আহত ৬

অভিযোগ, বিজেপির লোকজনই প্রথম তাদের উপর হামলা করে। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপি দাবি করছে ঘাসফুল শিবিরের লোকজনই তাঁদের পথসভায় প্রথমে হামলা করে। একইসঙ্গে পদ্ম নেতাদের দাবি, যদি কেউ আহত হয়ে থাকে তবে তা পুরোটাই তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষেরই জের।

তবে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তৃণমূলের মাথাভাঙা-১ (এ) ব্লক সভাপতি মহেন্দ্র নাথ বর্মন। তিনি বলছেন, "আমাদের একটি মিছিল ছিল। বিজেপির একটা পথসভা ছিল। সেখান থেকেই বিজেপির লোকজন আমাদের মিছিলে হামলা করে।

সিনেমার খবর

লোকসান ঠেকাতে পারলেন না দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। অভিনয় অঙ্গনে বরাবরই সফল হলেও ব্যবসায় ঠিক উল্টোপিঠ দেখলেন এ অভিনেত্রী।

দীপিকা তার প্রসাধনী ব্র্যান্ড ‘এইট্টিটু ডিগ্রি-ই’ নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন। শুরুর দিকে লাভও এসেছিল কিছুটা। কিন্তু গত অর্থবছরের সব হিসাব উল্টে দিল। ব্র্যান্ডটি এক বছরে লোকসান গুনেছে প্রায় ১২.৩ কোটি রুপি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, দীপিকার ব্র্যান্ডের আয় কমেছে হু হু করে। আগের বছরের ২১.২ কোটি রুপির জায়গায় এবার আয় নেমে এসেছে ১৪.৭ কোটিতে। খরচ কমানো, মার্কেটিং বাড়ানো—সব চেষ্টা করেও লাভের মুখ দেখা যায়নি। তবে পরের বছর ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করছে ব্র্যান্ড কর্তৃপক্ষ।

তবে দীপিকার সহঅভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ব্যবসায় পুরো উল্টো অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন। তার ‘কে-বিউটি’ ব্র্যান্ড ২০১৯ সালে শুরু হলেও এখন দারুণ লাভের মুখ দেখছে। গত অর্থবছরে ক্যাটরিনার ব্র্যান্ডের লাভ বেড়েছে

৪৫ শতাংশ!

এ ছাড়াও মাত্র দুই বছরের নবীন ব্র্যান্ড নিয়েও বাজিমাত করেছেন কৃতি স্যানন। তার ‘হাইফেন’ ইতোমধ্যেই আয় করেছে ৪০০ কোটি রুপি।

চুল পরিচর্যার ব্র্যান্ড ‘অ্যানোম্যালি’র মালিক প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১১ সালে এই ব্র্যান্ড শুরু করেছিলেন তিনি। ২০২৩ সালে এই ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বিশেষ নজির গড়েছিলেন অভিনেত্রী। ২০২৪ সালে লেডি গাগার ব্র্যান্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল ‘অ্যানোম্যালি’।

বর্তমানে অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন আনুশকা শর্মা। কিন্তু তার পোশাকের ব্র্যান্ড ‘নুশ’ নিয়ে ব্যস্ত তিনিও।

প্রসঙ্গত, মা হওয়ার পর কাজে ফেরা নিয়ে দীপিকাকে ঘিরে নানা বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তিনি ৮ ঘণ্টা শিফটের দাবি তোলায় অনেক ভালো ভালো ছবি থেকে তাকে বাদ পড়তে হয়েছে। তিনি নিজেও সরে এসেছেন বেশ কিছু ছবি থেকে।

কথিত সেই প্রেমিকের সঙ্গে বিমানবন্দরে মালাইকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা ফের সংবাদের শিরোনামে। বেশ কয়েক দিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, হাঁটুর বয়সী এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে নতুন করে মন দেওয়া-নেওয়া করেছেন তিনি। এবার যেন সেটা প্রকাশ্যে আনলেন অভিনেত্রী!

জানা যায়, মালাইকার সেই কথিত প্রেমিকের নাম হর্ষ মেহতা। যিনি পেশায় একজন হীরা ব্যবসায়ী।

মালাইকা ও হর্ষ প্রায় একই সময়ে মুম্বাই বিমানবন্দরের টার্মিনালে উপস্থিত হন। মালাইকা কিছুটা এগিয়ে ছিলেন, আর হর্ষকে ক্যাজুয়াল পোশাকে মাস্ক পরে তার

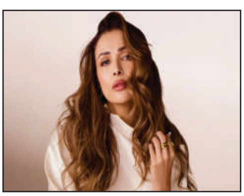

পিছু নিতে দেখা যায়।

পার্কিং এরিয়ায় পৌঁছে দুজনকে একই গাড়িতে উঠতে দেখা যায়। মালাইকা আগে গাড়িতে বসেন এবং কয়েক সেকেন্ড পরেই হর্ষ মেহতা একই গাড়িতে প্রবেশ করেন।

এই দৃশ্য তাদের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি মুম্বাইয়ে এনরিক ইগলেসিয়াসের একটি কনসার্টে মালাইকাকে হর্ষ মেহতার সঙ্গে দেখা যায়। এদিন একই রঙের পোশাকে দুজনের উপস্থিতি নতুন গুঞ্জনের সূত্রপাত করে।

তবে কি শেষমেশ অর্জুনকে ভুলে হর্ষতেই প্রকৃত সুখ খুঁজে পেলেন মালাইকা, প্রশ্ন নেটিজেনদের।

সম্প্রতি ‘থাম্মা’ ছবির আইটেম গান ‘পয়জন বেবি’-তে দেখা গিয়েছিল মালাইকাকে। বর্তমানে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্টে’র বিচারক হিসেবে দেখা যাচ্ছে তাকে।

আমি বোকা মেয়ে নই: রুক্মিণী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন সিনেমা ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’র প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন টলিউড অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। বাবা-মেয়ের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে নির্মিত এই সিনেমার প্রচারণায় এসে বারবার স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছেন অভিনেত্রী।

২০১৭ সালে বাবাকে হারিয়েছেন রুক্মিণী। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সবাই এখন আমার মুম্বাই যাতায়াত নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ওখানকার সঙ্গে আমার গভীর সংযোগ। বাবা বলতেন, পরীক্ষায় ভালো ফল করলে মুম্বাই নিয়ে গিয়ে মনের মতো জিনিস কিনে দেবেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব একটা সক্রিয় নই, কাজের প্রয়োজনে যতটুকু দরকার ততটুকুই থাকি। এরপরও আমাকে নিয়ে কেন এত আলোচনা হয়, তা আমার জানা নেই। হাজারটা ভালো মন্তব্যের ভিড়ে খারাপগুলোকে কেন গুরুত্ব দেব? আমি ইতিবাচক দিকটাই দেখতে চাই। মনে রাখবেন, আমি মেয়ে হতে পারি, কিন্তু বোকা মেয়ে নই।

মায়ের একাকিত্ব নিয়ে রুক্মিণী বলেন, আমরা অনেকসময় ভুলে যাই যে, বাবা-মা হওয়ার আগে তারাও মানুষ। তাদেরও নিজস্ব চাওয়া-পাওয়া থাকে। সব কথা কি আর সন্তানদের সঙ্গে বলা যায়? তাদেরও সঙ্গীর প্রয়োজন হতে পারে। পরিচালক অর্ণব সিনেমায় এই বিষয়টিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

তার কথায়, মাঝে মাঝে ভাবি, আমার তো নিজস্ব জগত আছে, কাজ আছে, বন্ধুরা আছে কিন্তু মায়ের হয়তো একা লাগে। সব কথা কি তিনি আমার সঙ্গে ভাগ করতে পারেন?

প্রসঙ্গত, রুক্মিণীর বছরের শুরুটা হয়েছিল ‘বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান’ দিয়ে, আর শেষ হচ্ছে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ দিয়ে। ক্যারিয়ারের এই বাঁকবদল নিয়ে বেশ আশাবাদী রুক্মিণী। নেতিবাচক মন্তব্যকে একদমই পাত্তা দিতে নারাজ নায়িকা।

দাপুটে জয়ে সিরিজ ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কুইন্টন ডি ককের সেঞ্চুরিটা বিফলেই গেলো। দক্ষিণ আফ্রিকা বড় সংগ্রহ গড়তে পারলো না। জশস্বী জয়সওয়াল পাল্টা সেঞ্চুরি করে ভারতকে এনে দিলেন দাপুটে এক জয়।

বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। ৬১ বল হাতে রেখে পাওয়া এই জয়ে তিন ম্যাচ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে নিজেদের করে নিয়েছে স্বাগতিকরা।

২৭০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নামা ভারত ওপেনিং জুটিতেই জয়ের ভিত পেয়ে যায়। রোহিত শর্মা আর জয়সওয়াল তুলে দেন ১৫৫ রান। রোহিত ৭৩ বলে ৭৫ করে ফেরেন। তবে বাকি পথটা অনায়াসে পাড়ি দেন জয়সওয়াল আর বিরাট কোহলি।

চতুর্থ ওয়ানডে খেলতে নেমে প্রথম সেঞ্চুরি পাওয়া জয়সওয়াল ১২১ বলে ১২ চার আর ২ ছক্কায় অপরাজিত থাকেন ১১৬ রানে। ৪৫ বলে হার না মানা ৬৫ করেন কোহলি।

এর আগে কুইন্টন ডি ককের সেঞ্চুরি ছাপিয়ে গেলো প্রসিধ কৃষ্ণ আর কুলদিপ যাদবের দারুণ বোলিংয়ে। ৪৭.৫ ওভারে ২৭০ রানেই অলআউট হলো দক্ষিণ আফ্রিকা।

টসভাগ্য কিছুতেই ভারতের পক্ষে আসছিল না। অবশেষে বিশাখাপত্তনমে এসে ২০ ম্যাচ পর টস জিতলো ভারত। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল।

ডি কক সেঞ্চুরি হাঁকালেও বাকি ব্যাটাররা কেউ ফিফটিও করতে পারেননি। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার ব্যাট থেকে আসে ৬৭ বলে ৪৮ রান। এছাড়া ম্যাথিউ ব্রিটজকে ২৩ বলে ২৪, ডেয়াল্ড ব্রেভিস বল সমান ২৯ আর শেষদিকে কেশভ মহারাজ ২৯ বলে ২০ করে অপরাজিত থাকেন।

৮০ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান ডি কক। ৮৯ বলে ১০৬ রানের ইনিংসে ৮টি চারের সঙ্গে ৬টি ছক্কা হাঁকান বাঁহাতি এই ব্যাটার।

প্রথমবার অনূর্ধ্ব–১৭ বিশ্বকাপ জিতল পর্তুগাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল টুর্নামেন্টসেরা দুই দল—পর্তুগাল ও অস্ট্রিয়া। দুই দলেরই লক্ষ্য ছিল প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব–১৭ বিশ্বকাপ জেতা। কাতারের খালিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে লড়াইয়ে ১–০ গোলে জিতে ইতিহাস গড়েছে পর্তুগাল।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ–প্রতিআক্রমণে জমে ওঠে খেলা। প্রথমার্ধে ১–০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় পর্তুগাল। দ্বিতীয়ার্ধেও অস্ট্রিয়া সমতায় ফিরতে পারেনি।

বল দখলে ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল পর্তুগাল। ৫৮ শতাংশ বল ছিল তাদের পায়ে। ১০টি শটের মধ্যে ৩টি ছিল লক্ষ্যে। অস্ট্রিয়া ৪২ শতাংশ বল দখলে রেখে ৮টি শট নেয়, যার ৫টি ছিল লক্ষ্য বরাবর। ফাউলের ছড়াছড়ি ছিল ম্যাচজুড়ে—দুই দল মিলে করেছে ৪৩টি ফাউল।

ম্যাচ ঘড়ির ৩২তম মিনিটে আনিসিও কাব্রালের গোলে লিড নেয় পর্তুগাল। তবে কাব্রালের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রাপ্য কুনহার। ডানদিক থেকে তিনি চাইলে নিজেই শট নিতে পারতেন, কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে নিখুঁত পাস বাড়ান কাব্রালকে। বাঁ-পায়ের নরম টোকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন তরুণ ফরোয়ার্ড।

৪১তম মিনিটে স্পট–কিক থেকে আরও একটি সুযোগ পায় পর্তুগাল। পেনাল্টি বক্সের সামনে কিছুক্ষণ বল ঘুরলেও স্পষ্ট সুযোগ তৈরি করতে না পেরে বল নিজেদের অর্ধে সরিয়ে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় তারা।

প্রথমার্ধ শেষে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকে পর্তুগাল। দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করে অস্ট্রিয়া। বিশেষ করে ৮০তম মিনিটে হোপম্যানের মিডফিল্ড থেকে নেওয়া শট আরেকটু নিখুঁত হলে, কিংবা নুদুকের হেড যদি লক্ষ্যে থাকত, তাহলে সমতায় ফিরতে পারত তারা। দুই মিনিট পর আবারও আক্রমণে যায় অস্ট্রিয়া, তবে এবারও বাধা হয়ে দাঁড়ায় পর্তুগালের সলিড ডিফেন্স।

যোগ করা সময়েও গোলের দেখা পায়নি অস্ট্রিয়া। শেষ পর্যন্ত ১–০ গোলের জয়েই পর্তুগাল লেখে নতুন ইতিহাস।

এখনই চাকরি যাচ্ছে না গৌতম গম্ভীরের! ‘বড় সিদ্ধান্ত’ বোর্ডের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

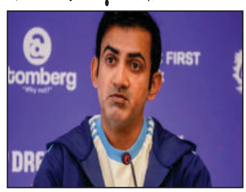

কলকাতা: দল খারাপ খেললে অধিনায়ককে যেমন জবাব দিতে হয়, তেমনই কোচকেও সকলে দাঁড় করান কাঠগড়ায়। দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ০-২ টেস্ট সিরিজ হারার পর ভারতীয় দলের বর্তমান হেড কোচকে নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। ক্রিকেট মহলে অনেকে তো বলাবলি শুরু করেছেন, গৌতম গম্ভীরের চাকরি গেল বলে! দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজ হারের পর তিনি নিজে সাংবাদিক সম্মেলনে এই নিয়ে মন্তব্যও করেন। যা করার বোর্ড করবে। এ বার সেই বোর্ডের অন্দরমহল থেকেই সামনে এল এক তথ্য। এখনই ভারতীয় টিমের হেড কোচ বদলের পথে হাঁটছে না বিসিসিআই। এমনটাই জানিয়েছেন বোর্ডের এক কর্তা।

সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করতে চায় না বোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতের শোচনীয় হারের পরই কোচ গৌতম গম্ভীরকে বরখাস্ত করার আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড জানিয়েছে, তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। একজন বিসিসিআই কর্তা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়া একটি ‘পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে’। তাই বোর্ড কোনও ‘হুট করে’ সিদ্ধান্ত নিতে চায় না।

গৌতির চুক্তি আছে ২০২৭ সাল অবধি

ভারতীয় টিমের হেড কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের চুক্তি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত রয়েছে। তাছাড়া, খুব শীঘ্রই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে চলেছে। তাই এই সময়ে কোচ বদল করা ঠিক হবে না। বিসিসিআই জানিয়েছে, তারা নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবে। তবে কোচের উপর এখনই কোনও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

২০২৪ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের পর ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হার তাঁর কোচিংয়ে তৃতীয় টেস্ট সিরিজ হার। এই হারের পর গম্ভীর নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ড। তবে বোর্ড এখনই তাঁর উপর আস্থা রাখছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR